গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ঈদ পূর্ব প্রস্তুতি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহনের ফিটনেস এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত গণশুনানির গণশুনানি'র কার্যবিবরণী :

প্রধান অতিথি	:	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
সভাপতি	:	মোঃ মাহবুবের রহমান যুগ্মসচিব (বাজেট অনুবিভাগ) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
সময়	:	বেলা ২.৩০ মিনিট
স্থান	:	সভাকক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি গণশুনানীর কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গণশুনানি আয়োজনের গুরুত্ব সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বর্তমানে জনস্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। সেবার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানীর মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের নিকট হতে সরাসরি সমস্যাসমূহ জানা যায় এবং পরবর্তীতে সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জণগণের নিকট সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানির আয়োজন করা হয় এবং এই কার্যক্রমে সেবা গ্রহীতার নিকট হতে সরাসরি সমস্যাসমূহ জানা যায় ও সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তিনি জানান আজ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে নিয়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান হতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে সমাজের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

০২. অতঃপর সভায় উপস্থিত সুধীজনের নিকট এই বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার সেবা ও অন্যান্য কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশ্ন বা পরামর্শ আহ্বান করা হলে নিম্নরূপ প্রশ্ন, পরামর্শ ও মন্তব্য পাওয়া যায় :

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন/পরামর্শ	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আকবর হোসেন পেশা : সমাজসেবী	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান যে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের চান্দাইকোনা স্থানে সড়কে ডিভাইডার না থাকায় অনেক সময় ট্রাফিক জ্যাম হয়। তিনি দ্রুত এই স্থানে সড়কের ডিভাইডার দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়া প্রশিক্ষিত ড্রাইভারের অভাব। প্রশিক্ষিত ড্রাইভারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রংপুর বিভাগে একটি আধুনিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের আহ্বান জানান।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'র জানান SASEC-2 এর আওতায় সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে, যা দ্রুত শেষ করা হবে। রংপুরের দর্শনায় বিআরটিএ বিভাগীয় অফিস, সার্কেল অফিস ও মাল্টিপারপাস ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য চার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ম্যানেজার, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, বিআরটিসি, রংপুর বলেন, ড্রাইভারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রংপুরের তাজহাট বিআরটিসি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন/পরামর্শ	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
২.	অধ্যক্ষ খন্দকার ফখরুল আনাম, সভাপতি, সুজন, রংপুর মহানগর	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে অবহিত করেন যে যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ণের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সময় বেঁধে দেয়ার কারণে চালকগণ ঝুঁকিপূর্ণভাবে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালান। ঈদ উপলক্ষ্যে লক্কর-ঝকড় ও ফিটনেসবিহীন বাস রং করে রাস্তায় নামানো হয়। এসব কারণে সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে। যাদের কারণে সড়কে দূর্ঘটনা ঘটে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ অঞ্চলে যাত্রী পরিবহনে বিআরটিসি লক্কর-ঝক্কর বাস ব্যবহার করছে। মানসম্মত বাস দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	বিআরটিএ'র উপ-পরিচালক জানান হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি বন্ধ করার জন্য ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফিটনেস বিহীন কোন যানবাহন এবারের ঈদে রাস্তায় চলাচল করতে দেয়া হবেনা। উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক সভাকে অবহিত করেন যে, বিআরটিসি বর্তমানে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান যাত্রী পরিবহনে সারা দেশে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করছে। লক্কর-ঝক্কর গাড়ীগুলো মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং মানসম্মত গাড়ী দেয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।
৩.	জুয়েল আহমেদ, স্থানীয় প্রতিনিধ, বাংলাভিশন	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান যে, রংপুর বিভাগ হতে প্রতিদিন ১ লাখ পরিবহন চলাচল করে। সড়ক পরিবহন সেক্টরের বিশৃঙ্খলার দায়বদ্ধতা শুধু বিআরটিএ'র একার নয়, আমাদের সকলের। এজন্য গণসচেতনতা তৈরী করতে হবে। দক্ষ চালক নিয়মনীতি মেনে চললে দূর্ঘটনা হ্রাস পাবে। তিনি প্রতি জেলায় নিয়মিত গণশুনানি আয়োজনের অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এ প্রসঙ্গে বলেন সড়ক পরিবহনে বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য সকল পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সভাপতি বলেন প্রতি জেলায় গণশুনানী আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৪.	খন্দকার মাহমুদ এলাহী, পেশা : ব্যবসা রংপুর চেম্বার অব কমার্স	প্রশ্নকর্তা জানান মোংলা পোর্ট হতে নিলামে ক্রয়কৃত গাড়ি বিআরটিএ, রংপুর রেজিস্ট্রেশন দিতে চায় না। ঢাকা বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এলপিজি সিলিন্ডার লাগানো গাড়ির ফিটনেস প্রদান করা হয় না।	সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, রংপুর সার্কেল জানান পোর্ট থেকে নিলামে ক্রয়কৃত গাড়ি যথাযথ নিয়মে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে এবং দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সিলিন্ডার টেস্টের সার্টিফিকেট দিলে ফিটনেস নবায়ন করা হবে।
৫.	সাইদুর রহমান, পেশা : ব্যবসা কোষাধ্যক্ষ, রংপুর মোটর মালিক সমিতি	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে অবহিত করেন যে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পীরগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে সংকীর্ণ জায়গা হওয়ায় যানজট হয়। যানজট নিরসনের জন্য অধিগ্রহণকৃত জায়গায় আরও জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতোপূর্বে লার্নার দিয়ে মোটরসাইকেল রেজিষ্টেশন দেয়া হতো। বর্তমানে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল রেজিষ্টেশন দেয়া হয় না ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন জানান যে, পর্যাপ্ত জামি অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ অবহিত করেন যে, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেল রেজিষ্টেশন প্রদান করা হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের ট্রাস্টি বোর্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে করণীয় ও অণুসরণীয় সম্পর্কে তুলে ধরেন।

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন/পরামর্শ	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
৬.	মোঃ হাসান ফেরদৌস রাসেল, প্রতিদিনের বার্তা ও সভাপতি, নিরাপদ সড়ক চাই, রংপুর	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান রংপুর বিভাগে ৩৫টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক সোজা করার কথা ছিল। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ধীর গতির গাড়িগুলো এক লেনে চলাচলের ব্যবস্থা করা এবং শব্দ দূষণ রোধে হাইড্রোলিক হর্ন অপসারণের অনুরোধ করেন। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারের জন্য জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমন্বয়ের অনুরোধ করেন। এলোপাথাড়ি রাস্তা সংস্কার করার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ব্যবহরের অনুরোধ করেন। মোটরসাইকেল চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট গ্রহণ করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শো-রুমের মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরিবর্তে উন্মুক্ত করা এবং মালিকানা পরিবর্তন সহজীকরণের অনুরোধ করেন।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোন অবহিত করেন যে ইতোমধ্যে ৩৫টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকের মধ্যে বেশকিছু বাঁক সরল করা হয়েছে, অবশিষ্ট বাঁকগুলো সরলীকরণের কাজ চলমান আছে। রাস্তা সংস্কার করার ক্ষেত্রে নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা আছে এবং বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, নিজস্ব বিএসপি একাউন্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা যাবে।
৭.	তাজুল ইসলাম তুহিন, সাংবাদিক, যুগের আলো	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে অপেশাদার চালকদেরও ডোপ টেস্ট চালু করার প্রস্তাব করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ গণশুনানীতে অবহিত করেন যে, পর্যায়ক্রমে অপেশাদার চালকদেরও ডোপটেস্টের আওতায় আনা হবে। মাদকাসক্ত টেস্টের প্রয়োজনীয় উপকরণ জেলা অফিসগুলোতে সরবরাহ করা হবে।
৮.	মোঃ সাইদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক ও ট্যাংক লরি শ্রমিক ইউনিয়ন	প্রশ্নকর্তা রংপুরে একটি ট্রাক টার্মিনাল স্থাপনের অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, বিষয়টি রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন। একটি ট্রাক টার্মিনাল স্থাপনের সুপারিশ করা হবে। জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।
৯.	জেলা প্রশাসক, রংপুর	জেলা প্রশাসক, রংপুর বলেন, রংপুর বিভাগীয় শহর হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ভবন নির্মাণের জন্য ১৮৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যার বেশিরভাগই রাস্তা সংলগ্ন। এক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের সময় সার্ভিস লেন রেখে ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হাইওয়ের সাথেই হওয়ায়, অনেক অটোরিক্সা চলাচল করে। ফলে যানজট সৃষ্টি হয়। রংপুর শহরের জেলা পরিষদের ১.৮ কি.মি. সড়ক সওজ কর্তৃক প্রশস্ত করার অনুরোধ করেন। রংপুরে ১৮ বছরের নীচে চালকের সংখ্যা কম। পেশাদার মোটরযান (ভারী) চালকদের ভাতার আওতায় আনা যেতে পারে। মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ চালও দেয়া যেতে পারে। তিনি রংপুর শহরের সাতমাথা থেকে নীলফামারী সড়ক প্রশস্তকরণের প্রস্তাব করেন।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর বলেন, রংপুর শহরের জেলা পরিষদ সংলগ্ন সড়কটি জেলা পরিষদের। এই সড়কটি সওজ'কে হস্তান্তর করা হলে ৪ লেনে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে এ সড়ক অংশটুকু সওজ অধিদপ্তরের আওতায় আনার জন্য জেলার উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনা করে সুপারিশ করার পরার্শ দেয়া হয়। শহরের মর্ডান মোড় থেকে সিও বাজার পর্যন্ত ফ্লাইওভার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জায়গা বরাদ্দ পেলে রংপুর শহরে বাইপাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, সাসেক-৩ প্রকল্পের আওতায় রংপুর-বুড়িমারী ও রংপুর-বাংলাবান্ধা সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীত করা হবে। প্রকল্প সাসেক-২ এর আওতায় বঙ্গবন্ধু সেতু হতে রংপুর পর্যন্ত সার্ভিস লেনসহ চার লেনে সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান আছে। তিনি সড়কে সাইন-সিগন্যালের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্রম	প্রশ্নকর্তার নাম	প্রশ্ন/পরামর্শ	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১০.	নাসিমা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক, মাহিগঞ্জ কলেজ, রংপুর	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান রংপুর থেকে দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় রুটে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করেন। তিনি জানান এই রুটে বিআরটিসির যাত্রী ছাউনীটি মানসম্মত না। তাছাড়া যে সকল বাস বিআরটিসি পরিচালনা করে তা আরামদায়ক ও স্বস্তিদায়ক নয় ও নিম্নমানের। তিনি বাসগুলোর সিটি আরামদায়ক করার আহ্বান জানান।	ম্যানেজার (অপারেশন), বিআরটিসি, রংপুর প্রশ্নকর্তার পরামর্শগুলো এবং বাস কাউন্টারের বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে মর্মে জানান। যাত্রী ছাউনীর বিষয়ে তিনি জানান যে, জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১১.	জনাব সাইফুল ইসলাম, সড়ক সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্যাংক লরী কার্ভাডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে জানান সড়কে অবৈধ দখলদারদের কারণে ট্রাক চলাচল নিরাপদ হচ্ছে না। ট্রাক চলাচলের জন্য সড়ক নিরাপদ করা, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ্দ করা এবং ৫০-৬০ মাইল পর পর চালকদের জন্য বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।	যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, পর্যায়ক্রমে চাহিদা বিবেচনায় আটটি জাতীয় মহাসড়কে আধুনিকমানের বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে সিরাজগঞ্জে বিশ্রামাগার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, আরও ৩টি শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।
১২.	মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সড়ক সম্পাদক, রংপুর জেলা মোটর মালিক সমিতি	প্রশ্নকর্তা গণশুনানীতে দুস্থ, অসহায় ও পঙ্গু চালকদের ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। প্রশ্নকর্তার পরামর্শটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।
১৩.	সৈয়দ আফতাব উজ্জামান লিপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জলা মোটর মালিক সমিতি, রংপুর	প্রশ্নকর্তা মহাসড়কের দূর্ঘটনা হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তিনি প্রতিটি জেলায় মোটরযান নিবন্ধনের বায়োমেট্রিক প্রদান এবং নাম্বার প্লেট সংযোজনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, গ্রাহকদের সুবিধামতো যে কোনো সার্কেল অফিসে মোটরযান নিবন্ধনের বায়োমেট্রিক গ্রহণ এবং নাম্বার প্লেট সরবরাহ করা হচ্ছে। তিনি স্ব-স্ব জেলায় মোটরযান রেজিট্রেশনের আহবান জানান।
১৪.	হরেশুর রায়, সহকারী পুলিশ সুপার, হাইওয়ে সার্কেল, রংপুর	তিনি আসন্ন ঈদ উপলক্ষে যানজট নিরসনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ এবং পলাশবাড়ীর রাস্তা প্রশস্ত করা এবং অবৈধ কাউন্টার ও মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদ করার প্রস্তাব করেন। পীরগঞ্জে আন্ডারপাস নির্মাণের কাজ ঈদের পূর্বে দ্রুত শেষ করার অনুরোধ করেন।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর জোন সভাকে অবহিত করেন যে, ঈদ উপলক্ষ্যে মহাসড়কে যানজট নিরসনে বর্ণিত স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৫.	মোঃ আব্দুল লতিফ, পুলিশ সুপার, রংপুর রেঞ্জ, ডিআইজি কার্যালয়, রংপুর	রংপুর থেকে বিভিন্ন জেলায় চলাচলকারী নন-এসি বিআরটিসি ফিটনেসবিহীন গাড়িগুলোর ফিটনেস গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক/আটোরিক্সা চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বিআরটিসি'র প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

০৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন যাত্রী ও চালকের আত্মউপলব্ধি এবং মানসিকতার পরিবর্তন। সবাইকে আইন মানার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

০৪. যুগ্মসচিব (বাজেট অনুবিভাগ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন, সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতা একসাথে কাজের মাধ্যমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতা মিলে "আমরা" স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা একান্ত প্রয়োজন। গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত হয়। গণশুনানিতে সেবা গ্রহীতা তাঁর সকল সমস্যার কথা সরাসরি বলতে পারেন। বিআরটিএ'র সুনাম ও সক্ষমতার স্বার্থে অভিযোগসমূহ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ দ্রুত নিষ্পত্তি করবেন। পরিশেষে তিনি সকলকে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

০৫. অতঃপর আর কোন বিষয়/প্রশ্ন/পরামর্শ না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মাহবুবের রহমান)
যুগ্মসচিব
বাজেট অনুবিভাগ
(শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা)
সভাপতি

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১৩.২৩-৩২

তারিখ : ২৯ ফাল্গুন ১৪৩০ / ১৩ মার্চ ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বনানী, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
৮. ডিআইজি রংপুর।
৯. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর।
১০. জেলা প্রশাসক, রংপুর।
১১. পুলিশ সুপার, রংপুর।
১২. সিভিল সার্জন, রংপুর।
১৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর।
১৪. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ রংপুর।
১৫. ডিসি ট্রাফিক, রংপুর মেট্রো পলিটন পুলিশ, রংপুর।
১৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।
১৭. পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর।
১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর জেলা, রংপুর।
১৯. পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রংপুর।
২০. জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুর।
২১. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর।
২২. উপপরিচালক (ইঞ্জি:), বিভাগীয় পরিচালকের কার্যলয়, বিআরটিএ, রংপুর।
২৩. ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বিআরটিসি, রংপুর।
২৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আকবর হোসেন, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, রংপুর।
২৫. অধ্যাপক জনাব শাহ্ আলম, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।
২৬. ড: নাসিমা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মাহিগঞ্জ কলেজ, রংপুর।
২৭. খন্দকার ফখরুল আনাম বেনজু, সভাপতি, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), মহানগর, রংপুর।
২৮. জনাব মোঃ আকবর হোসেন, প্রেসিডেন্ট, রংপুর চেম্বার্স অব কমার্স, রংপুর।
২৯. জনাব একেএম জাহেদুল ইসলাম, ব্র্যাক জেলা সমন্বয়ক, ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, আরকে রোড, রংপুর।
৩০. জনাব মোঃ রাশেদুল আরেফিন, সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর, আরডিআরএস বাংলাদেশ, রাধাবল্লভ, রংপুর।
৩১. জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন সুজন, সমন্বয়কারী, ইএসডিও, কেল্লাবন্দ মোড়, সিও বাজার, রংপুর।
৩২. জনাব মোঃ বাহাদুর আলম, জেডএম বুরো বাংলাদেশ, মডার্ণ, রংপুর।

৩৩. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, এডি, টিএমএসএস, দর্শনা, রংপুর।
৩৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, রংপুর।
৩৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা বাস মালিক সমিতি।
৩৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্রাক মালিক সমিতি।
৩৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা মটোর শ্রমিক ইউনিয়ন।
৩৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা ট্যাংক লরি কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) :

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৩/৩/২৪

(মুহাম্মদ কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮